গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের অক্টোবর/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মঈনউদ্দিন আহম্মেদ মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৫ অক্টোবর, ২০২১
সভার সময়	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	সভাকক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। অতঃপর সভাপতি, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কে কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরুর অনুরোধ করেন।

সভার আলোচ্যসূচি:

(১) বিগত ২৬-০৯-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

(২) ২৬-০৯-২০২১ তারিখের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও নতুন বিষয়াদির পর্যালোচনা।

পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের দ্বিমত না থাকায় মহাপরিচালক উক্ত কার্যবিবরণী নিশ্চিত করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বিগত মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত			

১।	বহিরঙ্গান কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোচনায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক(ভূতত্ত্ব) বলেন, শিলাবিদ্যা ও মনিকবিদ্যা শাখা এবং বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখা হতে দুটি দল বহিরঙ্গনে আছে এবং পরিবেশ ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ অ্যাসেসমন্টে শাখা থেকে একটি দল নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে বহিরঙ্গনে যাবে। খনন প্রকৌশল শাখার শাখা প্রধান জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম, পরিচালক (ড্রিলিং প্রকৌশল) বলেন, এপ্রিল মাসে যেহেতু রোজা শুরু হবে এবং ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তাই এর পূর্বে ড্রিলিং/খনন কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। জনাব মুহা: এরশাদুল হক, পরিচালক (ভূ-পদার্থ) বলেন শুধু অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ করে খনন স্থান নির্ধারণ করা যায় না, তাই এই জরিপের জন্য খনন কার্যক্রম পিছানো সমীচীন হবে না। জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিডিএইচ-৭৬/২১ এর স্থান নির্বাচনের সময় ২টি স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল যার একটিতে খনন কাজ করা হয়েছে অন্যটিতে করা হয়নি। সে হিসেবে খনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্থান নির্বাচন করাই আছে। এ প্রেক্ষিতে, জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, উপমহাপরিচালক বিভাগ-২ বলেন, খননের জন্য যে স্থান নির্বাচন করাই আছে এ বিষয়টি পূর্ববর্তী সমন্বয় সভায় উত্থাপন করা হলে এখন আর আলোচনার প্রয়োজন হতো না। নির্ধারিত স্থানে খননের যৌক্তিকতার ব্যাপারে জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, হাকিমপুরের আলীহাটের খনন কূপ থেকে যে গভীরতায় আয়রন পাওয়া গেছে সে তুলনায় চিরিবন্দরে ২০০১ সালে ৫৯/০১ শীর্ষক খনন কূপে প্রাপ্ত আয়রনের গভীরতা আরও কম। তাই উক্ত স্থানে আরও কূপ খননের বিষয় বিবেচনা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে, জনাব নিজাম উদ্দিন আহামদ, পরিচালক (ভূ-পদার্থ) বলেন সেখানে যেহেতু আয়রন পাওয়াই গেছে সেহেতু খনন কার্যক্রম পরিচালনার পূবে উদ্দ্যেশ্য ঠিক করতে হবে। খননের লক্ষ রিজার্ভ হিসাব অথবা বিস্তৃতি নির্ণয় না অন্য কিছু তা আগে ঠিক করতে হবে। জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, উপমহাপরিচালক বিভাগ-২ বলেন, ২০০১ সালে খনন কার্যক্রম থেকে আয়রন পাওয়া গেছে ২০২১ সালে পাওয়া যায়নি অতএব উক্ত স্থানে আরও একটা খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।	পরিকল্পনা মোতাবেক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক বহিরঙ্গান কর্মসূচি সম্পাদন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সকল শাখা
২।	২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব নিজাম উদ্দিন আহামদ, পরিচালক (ভূ-পদার্থ) বলেন, চলতি অর্থবছরে এপিএ তে ড্রিলিং/খনন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার আগে ভূপদার্থবিদদের সাথে আলোচনা করা উচিত ছিল। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এপিএ পরিকল্পার সময় শুধু জুনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা না করে সিনিয়র কর্মকর্তা ও শাখাপ্রধানদের সাথেও আলোচনা করা উচিত। এ প্রেক্ষিতে, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক(ভূতত্ত্ব) বলেন, সকল শাখা প্রধানের সাথে আলোচনা করেই এপিএ পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ'র অগ্রগতির ব্যাপারে তিনি জানান, চলতি অর্থবছরে নমুনা বিশ্লেষণের টার্গেট ৩০০টি এবং প্রশিক্ষণের টার্গেট ৫০ কর্মঘণ্টা, সেপ্টেম্বর/২১ পর্যন্ত ১৩২টি নমুনা বিশ্লেষণ এবং ১৫.৪৩ কর্মঘণ্টা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও বলেন প্রশিক্ষণের অগ্রগতি ভাল হয়েছে সেইসাথে শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন টিম ভাল কাজ করছে।	ক)এপিএ লক্ষমাত্রা অর্জনে এপিএ টিমসহ সংশ্লিস্ট সকল কমিটিকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।	এপিএ টিম

৩।	ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ এর উপর উপস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, উপস্থাপনা তৈরী আছে, উপস্থাপনা প্রদানের জন্য তিনি স্লট খুজছেন। এ প্রেক্ষিতে, জিওসাইন্স এ্যাওয়ারনেস এন্ড ট্রেনিং সেল (জিএটিসি) শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, উপস্থাপনার জন্য চাহিদাপত্র দিলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, উপমহাপরিচালক বিভাগ-২, উপস্থাপনার নিমিত্তে মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করেন।	জিএটিসি, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এর ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ উপর উপস্থাপনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	জিএটিসি ও জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)
৪।	প্রতিটি ভূ-বৈজ্ঞানিক শাখার প্রতিবেদন জমাদান সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব মঈনউদ্দিন আহম্মেদ, মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) প্রত্যেক শাখা প্রধান কে আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিবেদনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। অধিকাংশ শাখা প্রধানগণ বলেন তাদের শাখা হতে ১/২ করে অনিষ্পন্ন প্রতিবেদন রয়েছে যা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। কভিড-১৯ অতিমারির কারনে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি, তবে দ্রুতই কাজ শেষ করে প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে । বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখার ৩ টি প্রতিবেদন অনিস্পন্ন থাকার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উক্ত শাখার শাখাপ্রধান জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, উপপরিচালক (রসায়ন) বলেন, অন্যান্য শাখার নমুনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শাখার কাজ শেষ করতে বিলম্ব হয়েছে, একটি প্রতিবেদন ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়ে গেছে এবং অন্য দুটি প্রতিবেদন এর কাজ শেষ করে দ্রুতই জমা দেয়া হবে। অতঃপর মহাপরিচালক সকল শাখা প্রধানকে আগামী ডিসেম্বর/২১ এর মধ্যে সকল অনিষ্পন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন একটি অর্থবছরে যে কয়টি বহিরঙ্গান কাজ সম্পাদন করা হয় এবং তার প্রেক্ষিতে কয়টি প্রতিবেদন জমা দেয়া হয় তার একটি তালিকা করা উচিত। আলোচনায় বলা হয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা হতে গত ০৩ (তিন) অর্থবছরে সমাপ্ত বহিরঙ্গান কাজের তথ্য এবং প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখায় জমাদানকৃত প্রতিবেদনের তথ্য মিলিয়ে যে সকল প্রতিবেদন এখনও জমা হয়নি তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আরও বলা হয় কোন কর্মকর্তার শাখা পরিবর্তন হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যে প্রতিবেদন/কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল সে কাজ বাধাগ্রস্থ হয় তাই শাখা পরিবর্তনের সময় অফিস আদেশে উল্লেখ করতে হবে যে, কর্মকর্তা তার পূর্বের দায়িত্ব সম্পন্ন করে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। জনাব মঈনউদ্দিন আহম্মেদ, মহাপরিচালক(চলতি দায়িত্ব) বলেন, শাখা প্রধানগণ সকল কে অবহিত করবেন যে প্রতিবেদন প্রণয়নসহ সকল কাজ সময়মত সম্পন্ন না করলে শাখার সংশ্লিষ্ট সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে।	ক) সকল শাখার অনিষ্পন্ন প্রতিবেদনের কাজ অতি দ্রুত শেষকরে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। খ) প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা গত ০৩(তিন) অর্থবছরের বহিরঙ্গানে গমন ও প্রতিবেদন জমাদানের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।	ক) সকল শাখা খ)প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা
প্রশাসনিক আলোচনা			

১।	জিএসবির ঢাকার মিরপুরের জমির রেজিস্ট্রেশনের অগ্রগতি সম্পর্কে জনাব কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জানান, মোঃ আবুল কাসেম, উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এবং জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন, নিরাপত্তা কর্মকর্তা কে জমি ক্রয় বাবদ অর্থের প্রমাণপত্র সংগ্রহের জন্য হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে পাঠানো হলেও কর্তৃপক্ষে প্রমাণপত্র সরবরাহ করেনি। তিনি আরও বলেন সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাটের জমির প্রমানকের বিষয়ে সিলেট ডিসি অফিসে যোগাযোগ করা হয়েছিল কিন্তু তারাও জমির কোনো কাগজ প্রদান করেনি। জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, উপমহাপরিচালক বিভাগ-২ বলেন, সাবেক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ড. মহঃ শের আলী মহোদয় কে সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাটের জমির বিষয়ে অবহিত করলে তিনি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটা ডিও লেটার প্রেরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়াও বর্তমান মহাপিরচালক মহোদয় চাইলে এ বিষয়ে সরাসরি সিলেটের ডিসি মহোদয়ের সাথে কথা বলতে পারেন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	ক) জিএসবির ঢাকার মিরপুর, চট্টগ্রাম ও জিওলজিক্যাল হেরিটেজ হিসাবে ঘোষিত সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাটের জমির রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় এবং জিওলজিক্যাল হেরিটেজ সংশ্লিষ্ট কমিটি
২।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারনে কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে পূর্ব নির্ধারিত নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ স্থগিত করা হয়েছিল। এখন সিদ্ধান্ত হয়েছে মতিঝিল গভঃ বয়েস স্কুলে আগামী ০৩/১২/২০২১ তারিখে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং ১০/১২/২০২১ তারিখে ড্রাইভারদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন কর্মকর্তাদের নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কামশনে যো্াগাযোগ করা হলে তারা জানান আগামী ৪/৫ মাসের মধ্যে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বৈশ্লেষিক রাসায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, উপপরিচালক (রসায়ন) বলেন, শাখার ল্যাব এটেনডেন্ট না থাকায় শাখার নিয়মিত কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় জরুরি ভিত্তিতে ল্যাব এটেনডেন্ট নিয়োগ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মহাপারচালক বলেন, ২০১৪ সালের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার করনে কর্মচারীদের সকল পদে নিয়োগ প্রদান সম্ভব হচ্ছে না।	ক)অতি দ্রুত নিয়েগি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা খ) সকল পদে যাতে নিয়োগ প্রদান করা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	অপারেশন ও সমন্বয়
বিবিধ আলোচনা			
১।	তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়নের সময় তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, প্রত্যেক শাখা প্রধান সংশ্লষ্ট শাখা থেকে কী কী তথ্য প্রদান করা যাবে এবং কী কী তথ্য প্রদান করা যাবে না তার একটি তালিকা প্রদান করবেন যার ভিত্তিতে ক্যাটালগ তেরি করা হবে। প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তথ্য অধিকারের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে ২৮ অক্টোবর সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও কর্মপরিকল্পনা করা হবে।	বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়নের সময় তথ্য কমিশন নির্দেশিত সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

মঈনউদ্দিন আহম্মেদ
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৫২ তারিখ: ১৯ কা।।তক ১৪২৮

০৪ নভেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্দুত, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২) উপ-মহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব), উপ-মহাপরিচালক এর দপ্তর (বিভাগ-১), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

৩) উপ-মহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব), উপ-মহাপরিচালক এর দপ্তর (বিভাগ-২), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

৪) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ।

৫) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব), অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

৬) সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব), উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখা ও ফোকাল পয়েন্ট, আইসিটি ও ওয়েব টিম, জিএসবির ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

৭) উচ্চমান সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

মোঃ কামরুল আহসান

পরিচালক (ভূতত্ত্ব)